দর্শনা বাড়দী সীমান্তে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ১০টি স্বর্ণের বার জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ১০ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায় বাড়াদী সীমান্তের নাস্তিপুর আমবাগানে। সে সময় বাড়াদী বিওপি ক্যাম্পের হাবিলদার খন্দকার ওবায়দুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় সীমান্ত পিলারের ৮০ হতে আনুমানিক ১শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাস্তিপুর আমবাগানের মধ্যে এ্যাম্বুশ করে।

এ সময় বিজিবি টহলদল সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে বিজিবি স্বশস্ত্র টহলদল তাকে চ্যালেঞ্জ করলে তার কাছে থাকা একটি প্যাকেট ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি প্যাকেট খুলে দেখতে পায় খাকী রংয়ের স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ২টি ব্যাগে আনুমানিক ০১ কেজি ১৬৪ গ্রাম (৯৯.৭৯ ভরি) ওজনের ১০টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। তবে এ ঘটনায় চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী। এ সব স্বর্নের আনুমানিক মৃল্যে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

এ ঘটনায় বাড়াদী ক্যাম্পের হাবিলদার খন্দকার ওবায়দুর রহমান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের ঘটনায় সেই দুই নারী গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়া শহরের কোর্ট স্টেশন সংলগ্নে দায়িত্বরত অবস্থায় নাজমুল হোসেন নামে এক ট্রাফিক পুলিশের সদস্যকে মারধর করা সেই দুই নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া শহর এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে সকাল ১১টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের কোর্ট স্টেশন মোড়ে ওই পুলিশ সদস্যকে দুই নারী চড়-থাপ্পড় মারেন।

পুলিশ সদস্যকে মারধরের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এ আলোচনা-সমালোচনা শুরু।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলো- কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকার আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী সোহনা ইসলাম ও হাউজিং বি ব্লক এলাকার রিপন হোসেনের স্ত্রী শান্তা খাতুন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি শিহাবুর রহমান শিহাব বলেন, ট্রেনের সিগন্যাল পড়েছিল। তবে ওই দুই নারী সিগন্যাল উপেক্ষা করে জোরপূর্বক যাওয়ার চেষ্টা করলে সেখানে ট্রাফিক পুলিশ তাদের বাধা দিলে বাকবিতণ্ডা হয়। ওই দুই নারী পুলিশ সদস্যকে চড়-থাপ্পড় মারেন। এ ঘটনায় মামলা হলে তাদের দুজনকে কুষ্টিয়া শহর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে ধাক্কা দেয় এবং জুতা দিয়ে পেটায় দুই নারী। এরপর স্থানীয়রা এসে উভয়কে সরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন তাদের দুজনকে থানায় রাখা হয়েছে।

শেখ হাসিনা-কাদেরসহ হত্যা মামলার আসামি মেহেরপুরের ১১ জন

ছাত্র-জনতার গণঅভূত্থানে রাজধানীর উত্তরায় নিহত হন মো. আলী হুসেন। এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ১৮৯ জনের নামে মামলা হয়েছে। যেখানে নাম রয়েছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলসহ ১১ জনের।

রোববার (৮ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে নিহতের আত্মীয় মো. মফিজুল ইসলাম সানা ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট (উত্তরা পূর্ব) আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। সিআর মামলা নম্বর – ৪৪/২০২৪ ।

মামলাটিতে আসমিদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা থেকে রয়েছেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল (আসামি নম্বর ১৪১) ও তার ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল (আসামি নম্বর ১৪২), সদ্য সাবেক মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু (আসামি নম্বর ১৪৩) ও তার ভাই মোঃ শীলু (আসামি নম্বর ১৪৪), মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (আসামি নম্বর ১৪৫), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান (আসামি নম্বর ১৪৬), মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক অপর সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন (আসামি নম্বর ১৪৮), মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসূল (আসামি নম্বর ১৪৯), মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাসিম বিল্লাহ মতু (আসামি নম্বর ১৫০), সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান নবাব (আসামি নম্বর
১৫১) ও জিনারুল গাজীর ছেলে মুরশিদ আলম লিপু (আসামি নম্বর ১৫২)।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৮ জুলাই, আসামিরা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে, আর্থিক সহযোগিতা, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্তরা পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত থেকে আাসামী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের , তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী , আইনমন্ত্রী, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকতাদের নির্দেশনায় বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও উল্লেখিত আসামীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটনের

উত্তরা-পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে আজমপুর মোড়ের পাকা রাস্তার উপস্থিত হয়ে অবস্থান নেয়। এর পর হতে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা এর মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এর এক পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা ছাত্র জনতার উপর অর্তকিত গুলি হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অবস্থানরত মো: আলী হুসেনকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তাহার পেট, বুক ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং সে মহাসড়কের উপরে পড়ে থাকে।

এমতাবাস্থায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরবর্তী কোন এক সময় সঙ্গীয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী সাধারন ছাত্র জনতা মধ্য থেকে স্বাক্ষীগন সহ কয়েকজন ছাত্র জনতা এসে মো. আলী হুসেনকে হাত পা ধরে তুলে নিয়ে নিকটবর্তী কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. আলী হুসেনকে মৃত ঘোষণা করে।

মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে ১ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ছয়টার সময় মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর বাজারে বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমানের মেসার্স অলিল এন্ড ব্রাদার্স এর গোডাউনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমান অনুমোদিত লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে না পারায় এবং বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য জেলা বা উপজেলায় বিক্রয় না করতে, সারের মূল্য তালিকা টানাতে, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সার, বীজ বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে, মেয়াদোত্তীর্ণ সার বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন শেখ ও তামিমুর রহমান তুষার।

এছাড়াও মুজিবনগর থানার এস আই আশরাফুল এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ও কৃষি অফিসের অন্যন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগিতা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় কালু’র হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা রেলবাজারে অবস্থিত সুনামধন্য কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করা, যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখাসহ বিভিন্ন অপরাধে কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন জেলা টাস্কফোর্স কমিটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, অভিযানে মেসার্স কালু হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে আগে সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আজ তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। হোটেলের স্যানিটারি লাইসেন্স না থাকা, কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ না থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানা, নোংরা জিনিসের পাশে রেডি খাবার উন্মুক্ত রাখা পাওয়া যায়।

এছাড়া কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করছেন। যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শহিদুল ইসলাম কালুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় পুনরায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ছাত্র প্রতিনিধি মুশফিকুর রহিম, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও ওয়ারেন্ট অফিসার মাসুদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস টিম।

দর্শনা সীমান্তে ৯ টি স্বর্নের বারসহ শ্যামপুর গ্রামের রুহুল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা মূল্যের ৯ টি স্বর্নের বারসহ দর্শনা শ্যামপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রুহুল আমিনকে (২১)আটক করা হয়েছে।

বিজিবি জানায় আজ রবিবার ৮ ডিসেম্ভর দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে অভিযান চালায়

দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারের পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সীমান্তের পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ০৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডুগডুগি বাজার পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে। সে সময় বিজিবি সন্দেহভাজন একজন ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল যোগে উক্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে তাকে গতিরোধ করে। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টা করলে টহল দল তাকে ধাওয়া করে মোটরসাইকেলসহ রুহুল আমিনকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের অভিনব কায়দায় লুকানো হেড নাটের কভারের মধ্যে কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় আনুমানিক ১ কেজি ১৭৮ গ্রাম ওজনের ৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মৃল্য ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর পূর্বক জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান বাদি হয়ে রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) অধিনস্থ মুজিবনগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্তের মেইন পিলার ১০৮/৩-এস হতে আনুমানিক ২০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাজিরাকোনা মাঠের মধ্যে হাবিলদার মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৬ পিস ভারতীয় শাড়ী, ১৫ পিস থ্রীপিছ এবং ২৯ পিস শাল চাদর আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক মৃল্য ১০ লাখ টাকা।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও ভুয়া সাংবাদিকসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকসহ আটক ভুয়া সাংবাদিক চিহ্নিত

মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল (৪২) কে ৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান রায় প্রদান করেন।

৫ দিনের সাজা পাওয়া চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মৃত্য. বিশারত মন্ডলের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার ভোরে দর্শন আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল আনতে গিয়ে চঞ্চল পুলিশের হাতে আটক হয়।
থানা সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানা পুলিশ সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল সেবন করার সময় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী চঞ্চলকে এক বোতল ফেনসিডিল সহ পুলিশ চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মঈন উদ্দিন চঞ্চলকে আটক করে। এ সময় নিজের অপরাধ আড়াল করতে চঞ্চল নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেন ও তার মেয়ে কলেজে পড়েন বলে গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করেন।

পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসানো হয়। আদালতে চঞ্চল তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রাপ্ত করেন। এ সময় ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান তাকে ৫ দিনের কারাদন্ডের আদেশ দেয়।

অপরদিকে দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার কৃত আসামী কুড়ালাগাছি ইউনিয়নের কুড়ালগাছি পশ্চিম পাড়ার রহিমের ছেলে সাজাপ্রাপ্ত আসামী জমশেদ (২৮)ও পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মাদক মামলার পলাতক আসামী রাশেদ (১৮)কে গ্রেফতার করে।

আজ শনিবার ৩ জনকে দর্শনা থানা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে সোপর্দ করেন।

দর্শনায় মোটরসাইকেল মিস্ত্রী হেলালসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ টি সোনার বারের মত লোহার টুকুরো ও ২ লাখ ৩৪ টাকা চেক বই ৪টি মোবাইল ও একটি এ্যাপাচি মোটরসাইকেলসহ মিস্ত্রী হেলাল (২৮) ও সৌরভ (১৬) কে আটক করেছে।

আটককৃত হেলাল ও সৌরভ দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে সৌরভ পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আশরাফুলের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মেইন গেটের লিয়াকত আলী মার্কেটের দোকান নং-০৫, আব্দুল্লাহ আল আমিন অটো (হোন্ডা গ্যারেজে।

এ সময় বিজিবি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ০৩ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের ভিতরে গ্যারেজ ও মোটরসাইকেল তল্লাশি করে। সে সময় বিজিবি তাদের কাছ থেকে ১২টি স্বর্ণের বারের মতো তৈরীকৃত লোহার টুকরো (সোনালী রং করা), ০৪টি স্বর্ণের বারের মতো তৈরীকৃত লোহার টুকরো (রং বিহীন), বাংলাদেশী নগদ ২ লাখ ৩৪ হাজার ১৫০ টাকা, বিভিন্ন নামে ০৩টি ড্রাইভিং লাইসেন্স, ০১টি স্বর্ণ চোরাচালানে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের খালি ব্যাটারি, ০৩টি মোটর সাইকেল এর নাম্বার প্লেট, ০১টি জনতা ব্যাংক এর চেক বই, ০১টি আইএফ আইসি ব্যাংক এর চেক বই উদ্ধার করেছে।

আটককৃত চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে দর্শনা বিওপি কমান্ডার জিয়াউর বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের দুই নেতা কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী ও হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ইমতিয়াজ নিপ্পনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে থানা পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করেছে। বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিতে হামলা মামলায় চাঁদ আলীকে ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা মামলায় ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন – উপজেলা আইলহাস ইউনিয়নের আইলহাস গ্রামের মৃত সদর আলীর ছেলে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক চাঁদ আলী (৪৭)। অন্যজন হারদী ইউয়িনের হারদী গ্রামের শেখপাড়ার মিজানুর রহমানের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পন (২৭)।

ইতোপূর্বে লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রয়ারি বেলা সাড়ে ৩টায় বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মি পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছলে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মিরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট করে ও ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটায়। ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে পিটিয়ে মাথা ফাটিনো ও হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় ৪৭ জন নামীয়সহ ৬০/৭০ জন অজ্ঞাত আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীকে আসামি করে পার দুর্গাপুরের ওবায়দুল্লাহ বাদী হয়ে গত ১৬ আগস্ট মামলা দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, গত ৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আলমডাঙ্গা এ টিম মাঠ, হারদী ও ভাংবাড়িয়া গ্রামে সমাবেশের কর্মসূচি দেয়। আলমডাঙ্গা ও হারদী সমাবেশে শিক্ষার্থীরা আসা শুরু করলে তাদের উপর আতর্কিতে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। আন্দোলনে আসা ৪৭ জন শিক্ষার্থীকে পেটানো হয়। এদের মধ্যে ১৯ জন গুরুত্বর জখম হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, গত বছর কেন্দ্র ঘোষিত পদযাত্রায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা মামলায় চাঁদ আলীকে ও ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পনকে বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে পিটিয়ে মাথা ফাটিনো ও হাত ভেঙ্গে দেওয়া মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

অবশেষে উচ্ছেদ হলো গাংনী বাসস্ট্যান্ডের সেই যাত্রী ছাউনি ও মালেক ফল ভান্ডার

জনগনের দীর্ঘ প্রত্যাশা ও দাবীর প্রেক্ষিতে অবশেষে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উচ্ছেদ করা হলো মেহেরপুরের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক মিষ্টান্ন এ্যান্ড ফল ভান্ডার। একই সাথে ভাঙ্গা হয়েছে মসজিদের ওযু খানা ও পাবলিক টয়লেট। যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক ফল ভান্ডারে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও গলার কাটা হয়ে দাঁড়ায় মফিজ ফল ভান্ডার নামের অপর একটি দোকান। তবে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উক্ত দোকানটিকেও জনস্বার্থ রক্ষার্থে এবং সড়ক প্রস্বস্তকরনে অপসারণ করা হবে বলে জানান উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া কর্মকর্তাবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, মেহেরপুর-

কুষ্টিয়া সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান। সড়কের পাশে অবৈধ স্থাপনার কারণে সড়ক নির্মাণ কাজের বিঘ্নিত হচ্ছিল। সড়ক ও জনপদ বিভাগের জমি উদ্ধারের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি হবে।

উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের পক্ষে সহকারী কমিশনার ও ন্র্বিাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো সাজেদুল ইসলাম, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌলী মিজানুর রহমান, সড়ক ও জনপদ বিভাগের ন্র্বিাহী প্রোকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা

আইন শৃংখলা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুরে দায়িত্বরত একটি টীম ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম দায়িত্ব পালন করেন।

জানাগেছে, মেহেরপুর কুস্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রস্বস্তকরন কাজ চলমান রয়েছে। গাংনী বাসস্ট্যান্ডে ফোরলেন কাজে বাধা হয়ে দাড়ায় যাত্রী ছাউনি ও জেলা পরিষদের কয়েকটি দোকান। যার মধ্যে ছিল মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার, মফিজ ফল ভান্ডার ও ততসংলগ্ন যাত্রী ছাউনি। নকশা অনুযায়ী বাসস্ট্যান্ডে কাজে গলার কাটা হয়ে দাড়ায় জেলা পরিষদের দোকানঘর ও যাত্রী ছাউনি। গাংনী বিভিন্ন পেশার মানুষ মুল নকশা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন ও যাত্রী ছাউনি ও মালেক ফল ভান্ডার উচ্ছেদের দাবীতে একাধিকবার আন্দোলন করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিও পালন করেন গাংনী বাজারের ব্যবসায়ীসহ সাধারন মানুষ। পরে বিষয়টি গাংনী উপজেলা প্রশাসনের জনপক্ষে ভুমিকা রেখে জেলা প্রশাসনকে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সড়ক ও জনপদ বিভাগকে প্রয়োনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন। গঠন করা হয় একটি তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের পর উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয় দোকান মালিকদের। একই সাথে নোটিশের একটি কপি টাঙ্গিয়ে অবহিত করা হয় সর্ব সাধারনকেও। সে মোতাবেক বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়।